যুগান্তর
প্রিন্ট: ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০৮ এএম

শিক্ষাঙ্গন

ডাকসু নির্বাচনে ইশতেহার ঘোষণা শিবির সমর্থিত প্যানেলের

ঢাবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:০৬ পিএম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন সামনে রেখে ইশতেহার ঘোষণা করেছে ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্যানেল। সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। '১২ মাস, ৩৬ সংস্কার' শীর্ষক এই ইশতেহারে বিভিন্ন প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (১২ মাস) এই নির্বাচনে জয়ী হলে এসব প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। সংবাদ সম্মেলনে ইশতেহার পাঠ করেন প্যানেলের সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদপ্রার্থী মহিউদ্দিন খান। এ সময় প্যানেলের পক্ষে ডাকসুর ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম ও জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদসহ অন্যান্য প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রশিবিরের নেতৃত্বে গঠিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ৩৬ সংস্কারের মধ্যে ডাকসু নির্বাচনকে একাডেমিক ক্যালেন্ডারের অন্তর্ভুক্ত করে প্রতি বছর নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন বাস্তবায়ন করা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ফ্যাসিবাদের দোসরমুক্ত করা, ফ্যাসিবাদের চিহ্ন ও ফ্যাসিবাদী কাঠামো, ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও চর্চার পুনরুৎপাদন রোধ করা ও গেস্টরুম, গণরুম কালচার ফিরে আসার সব পথ রুদ্ধ করার করার প্রস্তাবতা রয়েছে। এছাড়া অন্য সংস্কার প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে- ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ কর্তৃক নৃশংস হামলায় জড়িত সন্ত্রাসীদের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আইনি শাস্তি নিশ্চিত করা, সাম্য, মোফাজ্জল ও আবু বকর হত্যাসহ ফ্যাসিবাদী আমলে সংঘটিত সব নিপীড়নের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করা, প্রথম বর্ষ থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বৈধ সিট নিশ্চিত করা, আবাসন সংকটের অস্থায়ী সমাধান হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে অস্থায়ী হোস্টেল বা মাসিক আবাসন ভাতার ব্যবস্থা করা এবং স্থায়ী সমাধান হিসাবে হল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা। বাকি প্রস্কাবগুলোর মধ্যে রয়েছে- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য নিশ্চিতকরণে হল ও অন্যান্য ক্যান্টিন-ক্যাফেটেরিয়াতে পুষ্টিবিদের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে পুষ্টিকর খাবারের মেন্যু প্রণয়ন এবং ৩ মাস অন্তর অন্তর খাবার মান পরীক্ষা করা, প্রত্যেক ফ্যাকাল্টিতে মানসম্মত কাফেটেরিয়া ও ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করা, আর্থিক সংকটে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ 'মিল ভাউচার' চালু করা, নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ পরিবহণ নিশ্চিত করা।

সংস্কার প্রস্তাবে ছাত্রী হলে পুরুষ কর্মচারী যথাসম্ভব কমিয়ে আনা এবং প্রক্টরিয়াল টিমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নারী সদস্য নিয়োগ দেওয়া, ছাত্রীদের জন্য ছাত্রী হলে প্রবেশের বিধিনিষেধ শিথিল করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র প্রদর্শন-সাপেক্ষে অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের হলে

প্রবেশের অনুমতি দেওয়া, ছাত্রী হলে অভিভাবকদের জন্য ‘গার্ডিয়ান লাউঞ্জ’ স্থাপন করা, ছাত্রীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটির বিধান কার্যকর করা, মাতৃত্বকালীন সময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ক্লাসে উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা শিথিল করা, কমনরুমে নারী কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া, মা শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং রুম এবং চাইল্ড কেয়ার কর্নার স্থাপন করার কথা বলা হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সেবাকেন্দ্রিক লাল ফিতার দৌরাত্ম্য নিরসন করে ‘পেপারলেস রেজিস্ট্রার বিল্ডিং’ গড়ে তোলা এবং উচ্চ শিক্ষায় বিদেশে গমনেচ্ছু শিক্ষার্থীদের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করার প্রস্তাব করে নির্বাচিত হলে এগুলো বাস্তবায়নে সর্বাত্মভাবে কাজ করবেন বলে শিবির সমর্থিত প্যানেলের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।